যুগান্তর

তারিখ ... 20 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... 20 কলাম ... 2

পাঁচ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণের উদ্যোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পাঁচ হাজার শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। শূন্যপদ পূরণে বিদ্যমান যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিলের চিন্তা-ভাবনাও করছে সরকার। এ ব্যাপারে সব শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকেও লিখিত সুপারিশ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ জানান, সারাদেশে যেসব বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে সেসব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য শর্ত শিথিলের কথা ইতিবাচকভাবে আলোচনা চলছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা

পদ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৭

পদ : প্রধান শিক্ষক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) গেছে, মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিষয়টি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়) প্রধান শিক্ষক হওয়ার জন্য স্নাতকসহ বিএড (ব্যাচেলর অব এডুকেশন), শিক্ষা জীবনে অনধিক একটি তৃতীয় বিভাগ ও সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ বিদ্যালয়ে টানা ১৫ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা লাগে। এছাড়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী) প্রধান শিক্ষক হওয়ার জন্য স্নাতকসহ বিএড, শিক্ষা জীবনে অনধিক একটি তৃতীয় বিভাগ অথবা তৃতীয় বিভাগসহ স্নাতক এবং বিদ্যালয়ে ১২ বছরের প্রশাসনিক বা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। এ বিধান অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক নিয়োগে নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে বিভিন্ন বোর্ডের পক্ষ থেকে বিধান শিথিল করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করা হয়েছে।

জানা গেছে, অধিদফতর ১৯৭৯ সালের বিধান অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক নিয়োগের চিন্তা-ভাবনা করছে। ওই বিধান অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক হতে বিএডসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি এবং ১০ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। আর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর বিএডসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচেলর ডিগ্রি অথবা সমমানের ডিগ্রি এবং ১২ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা বিএডসহ ব্যাচেলর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি এবং ১৫ বছরের শিক্ষাগত বা শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা।